দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 24 DEC 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

168

24 DEC 1988

পরীক্ষার খাতা দেখা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন ও যথাযথভাবে নম্বর বণ্টনের জন্যে পরীক্ষকদের পরামর্শ দিয়েছেন। তার এ পরামর্শ খুবই প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

এসএসসি থেকে শুরু করে পোস্ট গ্রেজুয়েট ডিগ্রী পরীক্ষা পর্যন্ত সর্বপর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদানের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। পরীক্ষকদের এ বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়। পরীক্ষার্থীরা কি ধরনের উত্তর লিখলে কি পরিমাণ নম্বর পাবে তারও নির্দেশনা পরীক্ষকদের আগেভাগেই দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত একটি সাধারণ মান বা বিচার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন সম্পর্কে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সকল পরীক্ষক সম্পর্কে ঢালাওভাবে অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না, একথা আমরা মানি। কিন্তু তারপরও স্বীকার করতে হবে যে পরীক্ষার খাতা দেখার পদ্ধতিতে বিস্তর গলদ রয়ে গেছে।

ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের প্রথম অভিযোগ, পরীক্ষার খাতা নিতান্তই হেলাফেলা করে দেখা হয়। নম্বর বণ্টনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন নীতি অনুসৃত হয় না। দ্বিতীয় অভিযোগ, পরীক্ষক ভেদে উত্তরপত্রের মূল্যায়নে অনেক হের-ফের ঘটে যায় এবং নম্বরের ক্ষেত্রে তারতম্য হয়। বিশেষ করে বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে বেশ গোলমাল হয়। কোন কোন পরীক্ষক বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালার মধ্যেই কঠোরভাবে খাতা দেখেন, আবার কেন পরীক্ষক দেখেন উদারভাবে। ফলে পরীক্ষার্থীদের বিদ্যা ও মেধার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। আমাদের দেশের পরীক্ষার্থীরা একরকম হতভাগাই বলতে হবে। কোন কোন পরীক্ষক তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেন। তরুণ শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও বুদ্ধির মাপে অনেক সময় খাতা দেখা হয় না। খাতা দেখা হয় পরীক্ষকের নিজের মাপে। এসএসসি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে যদি ম্যাসের বিদ্যা আশা করা হয় কিংবা একজন পরীক্ষার্থী তার পাঠ্য বইয়ের চাইতেও উঁচু মানের ইংরাজী, বাংলা লিখবে, এমন যদি আশা করা হয় তাহলে উল্টাপাল্টা ব্যাপার ঘটে যেতে বাধ্য।

আসল কথা হচ্ছে পরীক্ষার খাতা ঠিকভাবে দেখা হয় না এবং ছাত্রছাত্রীদের নম্বর প্রদানেরও সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলবেন, পরীক্ষকদের জন্য তারা নীতি-মালা বেঁধে দেন, কিন্তু সেই নীতিমালা কতখানি কার্যকর হয় সে বিষয়ে প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন যে আছে তার প্রমাণ পরীক্ষকদের প্রতি নেক ভাসিটির ভাইস চ্যান্সেলরের আহবান। সবকিছু ঠিক ঠাক থাকলে ভাইস চ্যান্সেলর নিশ্চয়ই খাতা দেখার ব্যাপারে পরীক্ষকদের এ ধরনের পরামর্শ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না।

খাতা দেখার মানদণ্ডে হেরফের ঘটছে বলে ছাত্রছাত্রীরা ভাগ্যের হাতে অসহায় শিকার হয়ে থাকছে। কার হাতে কোথায় গিয়ে তাদের খাতা পড়বে সে ভাবনায় তাদের উদ্বিগ্ন থাকতে হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা থেকে শুরু করে পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যন্ত পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের পদ্ধতি সুলভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হোক এবং একটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হোক। তা না হলে খাতা দেখার হেরফেরে বহু শিক্ষার্থীর জীবন বিপর্যস্ত হতে থাকবে।